

অমর একুশে বইমেলা নিয়ে লেজেগোবরে পরিস্থিতি

মুসতাক আহমদ

লেজেগোবরে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে অমর একুশে বইমেলা নিয়ে। পরিবর্তিত নতুন ছান সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে প্রথমবারের মতো মেলা আয়োজনের কারণে এ দশা। এ কারণে ১ ফেব্রুয়ারি পরশা দিন পরিপূর্ণভাবে এই মেলা শুরু করা নিয়েও সংশয় দেখা দিয়েছে। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত কর্তৃপক্ষ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ষ্টলের নির্মাণ কাজ শুরু করতে পারেনি। ষ্টলের সাইজ কত হবে সেটাও তারা নির্ধারণ করতে পারেনি। এর বাইরে বেলায় সর্বশেষ কত প্রতিষ্ঠান অংশ নেবে সেটাও আশ্র পর্বত চূড়ান্ত হয়নি। উক্ত পরিস্থিতিতে চার দিন পিছিয়ে আগামী সোমবার ষ্টল ও ছান বরাদ্দ দেয়ার বিকাল হয়েছে। কিন্তু এরপর হাতে থাকে আর মাত্র ৩ দিন।

ওই সময়ের মধ্যে ষ্টল নির্মাণ কাজ শেষ করে ১ ফেব্রুয়ারি মেলা শুরু করা কঠিন হবে বলে মনে করছেন সর্গদেউরা। বাংলা একাডেমির পরিচালক এবং মেলা কমিটির সদস্য সচিব শাহিদা খাতুন যুগান্তরকে জানান, মেলায় ছান নির্ধারণে বিলম্বের কারণে ষ্টল বরাদ্দ ও দটির কার্যক্রম তাদের পিছিয়ে দিতে হয়েছে। এ ব্যাপারে নাম প্রকাশ না করে কয়েকজন প্রকাশক জানান, ষ্টল নির্মাণ করতে ৫ থেকে ৭ দিন সময় লাগে। সেই হিসাবে ২৭

জানুয়ারি ষ্টল বুকিয়ে দিলে ১ ফেব্রুয়ারির মধ্যে ষ্টল নির্মাণ ও সাজসজ্জা কাজ শেষ করা সম্ভব নয়। গত কয়েক বছর ধরে ষ্টলের সাইজ ছিল ৬ ফুট। কিন্তু এবার ৮ ফুট করার কথা শোনা যাচ্ছে। সে হিসাবে ৩ ষ্টলের জন্য ১৮ ফুট না ২৪ ফুটের জন্য ষ্টল সরঞ্জাম তৈরি করা হবে— তা নিয়ে তারা বিধারত্থে

ষ্টল বরাদ্দ পেছাল
আরও ৪ দিন

রয়েছেন। আন ও মুসলমীল পুস্তক প্রকাশক সমিতির সভাপতি ওসমান গনি বলেন, মেলায় পরিমিত বৃষ্টি প্রকাশকদের দীর্ঘদিনের দাবি।

পাঠক যেন বই যেটে দেখে এবং উদ্ভুক্ত পরিবেশে ঘুরে ঘুরে বই কিনতে পারেন, তেমন সুযোগের সূচনা হচ্ছে। সেফেত্র প্রকাশকদের কিছু অসুবিধা হীকার করতেই হবে। একই কথা বলেছেন অবসর প্রকাশনা সংস্থার স্বত্বাধিকারী আমনবীর রহমান। তিনি বলেন, যেদিনই ষ্টল বুকিয়ে দিক তারা পরিপূর্ণভাবে ষ্টল নিয়ে পরশা দিন ষ্টল খুলবেন। বেলায় অংশ নেয়ার জন্য নতুন নতুন প্রতিষ্ঠান এখনও আবেদন করছে। এর মধ্যে বেশির অংশই রাজনৈতিক আর উইফোড় সংগঠন। ১০টি প্রতিষ্ঠানকে চার ইউনিটের ষ্টল বরাদ্দের কথা। কিন্তু নতুন করে আরও ৮ থেকে ১০টি প্রতিষ্ঠান চার ইউনিটের জন্য আবেদন করেছে। এ নিয়ে আর মেলা কমিটির সভা ডাকা হয়েছে।